দেখিবারে পায়, শ্যাম নীলকায়,
তাহাতে উঠেছে জ্যোতিঃ।
অধর শ্রীমন্ত, শশী শোভাবন্ত,
দন্ত মুকুতার পাঁতি।।
হস্ত পদাঙ্গুল, অতুল রাতুল,
জবাফুল শোভা করে।
কি অতুল পদ, যেন কোকনদ,
চন্দ্র পতিত নখরে।।
সেরূপ দেখিয়ে, পড়ে লোটাইয়ে,
দিব্যজ্ঞান পেয়ে কয়।
ডেকেছে কুবেরে, 'তোমার শিবিরে,
শিবের ধন উদয়।।'
কুবের দেখিয়া, পড়িল ঢলিয়া,
তাহার নারীর পায়।
চেতন পাইয়া, কহিছে কাঁদিয়া
'আমার মস্তকে আয়।।
তুই নারী ধন্যে, এরূপের জন্যে,
করেছিলি এ ছলনা।
তোর স্পর্শ জন্য, মোদের দেহ ধন্য,
সব শূন্য তোমা বিনা।।
কুবের গৃহিণী, যেমন যক্ষিনী,
তেমনি মানি তোমারে।
ভবানীর শোভা, পদে দিয়া জবা
দেখাইল কুবেরেরে।।
অদ্য তোর গুণে, আমার ভবনে,
দেখিতে পাইনু তাই।
এই বাঞ্ছা করি, তোমা হেন নারী
জনমে জনমে পাই।।
দেখিতে দেখিতে, ক্ষণেক পরেতে,
সেইরূপ লুকাইল।
হরিষে বিরসে, গললগ্নী বাসে,
কুবের পদে পড়িল।।
ধরিয়া লোচন, করি আলিঙ্গন,
কহিলেন কুবেরেরে।
যা দেখ নয়নে, তোমাদের গুণে,
যার কাজ সেই করে।।'
ধন্য সে কুবের, ধন্য এ ভবের,
লোচনের পদ সেবি।
শ্রবণে মঙ্গল, হরি হরি বল,
রচিল তারক কবি।।

শ্রীমৎ লোচন গোস্বামীর জয়পুর গমন

গোস্বামী বেড়ান সদা তরণী বাহিয়া।
কখন বা পদব্রজে বেড়ান ভ্রমিয়া।।
ভাদ্রমাসে একদিন তরীখানি ল'য়ে।
একা চলেছেন সাধু সে তরী বাহিয়ে।।
ধীরে ধীরে চলেছেন তরীখানি ভগ্ন।
টুগু হাতে ধরে ডান্ডি করে করি লগ্ন।।
নৌকা বেয়ে এসেছেন লোচন ঠাকুর।
ধীরে ধীরে উত্তরিল এসে জয়পুর।।
বরষায় জলমগ্ন বাড়ীর নিকটে।
বসেছে তারক সে বাড়ীর পূর্ব্বঘাটে।।
হরিচাঁদ-রূপ-চিন্তা বসিয়াছে একা।
হেনকালে গোস্বামী আসিয়া দিল দেখা।।
তারকে জিজ্ঞাসা করে তারকের কথা।
'বলবে এখানে তারকের বাড়ী কোথা।।'
গোস্বামীকে দৃষ্টি করি তারক চিনিল।।
পূর্ব্বে একদিন ওড়াকান্দী দেখা ছিল।
ওড়াকান্দী শ্রীধামে তারক গিয়াছিল।।
সেদিন গোস্বামী ধামে উপস্থিত হ'ল।
ও হরি! ও হরি! বলে গোস্বামীজী ডাকে।
মহাপ্রভু ডাক শুনে পরম পুলকে।।